দৈনিক সংবাদ

15

তারিখ ... OCT. 1 8 1999

পৃঃ ৪ কলাম ৪ .....

পত্র

ম্পাদক দায়ী নন

শিক্ষক আন্দোলন ও সাম্প্রতিক সমস্যা প্রসঙ্গে

গত ৯ই অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখের সংবাদ-এ প্রকাশিত জনাব আয়নাল হোসেনের উপরোক্ত শিরোনামের লেখাটি আমার নজরে পড়েছে। উনি কর্মজীবনে কি ছিলেন বা আছেন তা জানা না গেলেও এটা জানতে পেরেছি যে, তিনি শিক্ষকদের উপর বড়ই বিরক্ত।

তিনি লিখেছেন গত ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক মিতির সম্মেলনে দুপুরের খাবার দেরি দেখে শিক্ষকরা পটাপট চেয়ার ভাঙতে শুরু করলেন — এর জন্য সম্মেলনে উপস্থিত অথবা সমস্ত শিক্ষক সমাজই কি দায়ী? শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে প্রকাশিত স্মরণিকায় গাইড বই, নোট বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখে বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু গাইড বই, নোট বই কি শুধু শিক্ষকগণই ছেপে থাকেন? সরকার ইচ্ছা করলে এই ধরনের বই প্রকাশ কি নিষিদ্ধ করতে পারে না? অবশ্যই পারবে। শ্রেণী কক্ষে পাঠদানই হলো প্রকৃত শিক্ষার মূল ভিত্তি এতে দ্বি-মত পোষণ করার অবকাশ নেই। কিন্তু একটা শ্রেণীতে যদি ১১৯ জন শিক্ষার্থী থাকে,যদি একজন শিক্ষকের ৬/৭টা ক্লাস থাকে,যদি ১ মাসের বেতন তিন মাস পরে পাওয়া যায়, বেতনের সামান্য টাকা ১০ দিনেই ফুরিয়ে গেলে বাকি সময়ে কিভাবে চলবে এই সব চিন্তা মাথায় থাকে তা হলে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কতটুকু ফলপ্রসূ হবে বলবেন কি?

আপনি লিখেছেন এতকিছু বললেন,কিন্তু নকল প্রতিরোধের কথা বললেন না শিক্ষকরা। ভাবখানা এমন যেন নকলের জন্য শিক্ষকরাই দায়ী? প্রশাসন তথা সরকারও কি এর জন্য দায়ী নয়। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা চলা-কালীন সময়ে থানা পর্যায়ের যেনে পরীক্ষার হলের সামনে একটুকু দাঁড়ালেই দেখতে পাবেন সরকারি দলের যতসব অঙ্গ সংগঠন আছে তার প্রতিটি পর্যায়ের নেতা,পাতি নেতা অবাধে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করে যা করার নিশ্চয়ই তা করে। এমনকি স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিক বলে পরিচিত অনেককেই অবাধে পরীক্ষার হলে যাওয়া আসা করতে দেখা যায়, যদিও পরীক্ষা হলের এই বাজার অবস্থার কথা তাদের পত্রিকায় খবর হয় না,তবু তারা অহরহ যাওয়া আসা করে এতেও কি শিক্ষকদের দোষ? সরকার যদি নকল বন্ধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে নকল বন্ধ হতে বাধ্য। যা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম করে গেছেন। 'আপনি লিখেছেন ১০টি বছর স্কুলে লেখাপড়া করার পর এসএসসি পরীক্ষায় অর্ধেক শিক্ষার্থী ফেল করে, এর জন্য শিক্ষকরাই দায়ী? কথাটি কি সত্য? শহরের অভিভাবকদের কথা নাই বললাম, গ্রামের যেসব অভিভাবক আছেন তারা কি সারাবছর এক বারও খবর নিয়ে দেখেন তার গুণধর সন্তানটির লেখাপড়ার বিষয়? জনাব আয়নাল হোসেন লিখেছেন বেসরকারি শিক্ষকদের সাম্প্রতিক আন্দোলন প্রসেঙ্গ।এটা নাকি ঠিক নয়। কিন্তু আপনার অবগতির জন্য বলছি - এদেশে আন্দোলন ভাড়া মন্ত্রী-এমপিদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ছাড়া আর কি কিছু কখনো হয়েছে? ১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রী ২০% বৃদ্ধি করে বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন ১০০ ভাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে আপনি লিখেছেন। লিখেছেন এরজন্য আন্দোলনের দরকার কি? কিন্তু ১৯৯৭ হইতে ১৯৯৯ প্রায় দুই বছর- এই এত সময়েও প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা বাস্তবায়ন হলো না কাদের কালো হাতের ইশারায় আপনি বলবেন কি?

শিক্ষক সমিতির নেতারা অশিক্ষক, এতেও আপনি বিরক্ত। কিন্তু আপনি জানেন কি যে, বাংলাদেশে কৃষক লীগের সভাপতি। একজন সাচ্চা কৃষক নন। শ্রমিকদলের সভাপতি কি আসলেই একজন শ্রমিক? তারা নেতৃত্ব দিলে অসুবিধা হয় না- অসুবিধা হয় শুধু শিক্ষকদের বেলায়। এই মানসিকতা ঠিক নয়। আপনি লিখেছেন শিক্ষকদের ভেতর এ মনমানসিকতা হলে তারা স্কুলে আসবেন না চলে যাবেন। ক্লাসে পড়াবেন, বুঝলে বুঝ না বুঝলে কোচিং সেন্টার কাম বাসা তো আছেই। এর উত্তরে আপনাকে জানাতে চাই যেহেতু বেসরকারি শিক্ষকগণ যে বেতন পান তাতে তাদের মাসের ১০ দিন চলার কথা নয়, তাই বাকি সময় পরিবার নিয়ে চলতে হলে অবশ্যই তাকে অন্য যেকোন রোজগারের চিন্তা করতে হবে। তাই তার পক্ষে ক্লাসে যত্নবান হওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। লেসন প্লান অনুযায়ী পাঠ দিতে হলে একটা শ্রেণীতে যতজন ছাত্র থাকার কথা তার কতগুণ বেশি ছাত্রছাত্রী এদেশের প্রতিটি শ্রেণীতে আছে তা নিশ্চয়ই আপনি অবগত আছেন। ১১৯ জন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী নিয়ে প্রতিটি ক্লাসে একজন শিক্ষক কি করে লেসন প্লান অনুযায়ী ৬/৭টি ক্লাস করবে? লিখেছেন শিক্ষকতা পেশা কখনোই কর্মসংস্থানের পেশা ছিল না, এখন হয়ে গেছে। হচ্ছেই তো সরকারি বেতন স্কেল আছে, বাড়ি ভাড়া আছে, যাবতীয় ভাতাদি তো সরকারি অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের মতই। অনেকেই বেকারত্ব ঘোচানোর জন্য কম মেধা নিয়ে শিক্ষকতায় আসছে বলে আপনি লিখেছেন। এখানেও সরকারি নিয়ম-কানুন চালু করলেই তো কম মেধাবীরা আসতে পারে না।

তাই দোষ কেবল মাত্র শিক্ষকদের না দিয়ে অনান্য কারণগুলো চিহ্নিত করুন এবং এর সমাধানেরও পথ বের করুন।

প্রবাল কান্তি মজুমদার
গ্রাম ও পোঃ খামারগাঁও
থানা-নান্দাইল, ময়মনসিংহ